৭.৮ বাজেট

অর্থনৈতিক প্রশাসনের আলোচনা ছাড়া জনপ্রশাসনের আলোচনা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। একটি সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক প্রশাসনের ওপর সংগঠনের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে প্রশাসকের সাফল্য। অর্থনৈতিক প্রশাসনের পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যেতে পারে ঃ

- ব্যবস্থাব্যাপী হিসাবরক্ষা ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ।
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্য সংক্রান্ত পরিচালন।
- অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন।
- অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন।
- ব্যবস্থাকেন্দ্রিক প্রশাসনিক হিসাবরক্ষণ ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ।

একটি ব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি সুদৃঢ় হতে পারে সুসংহত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের সূত্র ধরে।

বাজেট প্রথমত, একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত নীতি অনুযায়ী সম্পদের বণ্টনকে নীতি সিদ্ধ করে। সংগঠনের লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থাটি নিয়ন্ত্রিত হয়।

দ্বিতীয়ত, রাজস্ব সংগ্রহ ও বণ্টনকে নীতিসিদ্ধ করার প্রক্রিয়া হল বাজেট।

তৃতীয়ত, বাজেট বিভিন্ন দপ্তর বা বিভাগের ব্যয়কে নীতিসিদ্ধ করে।

চতুর্থত, আয় ব্যয়ের সমন্বয়ের প্রক্রিয়া হল বাজেট। সর্বোপরি, সঠিকভাবে সমস্ত বিষয়াদির ওপর প্রতিবেদন পেশ ও মূল্যায়ন এবং সুপারিশ বাজেটের অংশ। সরকারি প্রশাসনে 'বাজেট' হল এমন একটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদন, যা শাসনবিভাগ প্রতিবছর আইনবিভাগের কাছে পেশ করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে। এই সময়কালটি অর্থনৈতিক বছর হিসেবে গণ্য হয়, যেমন ভারতে অর্থনৈতিক বছর হল—'এপ্রিল থেকে মার্চ'। এই বাজেটে পূর্বতন বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব যেমন থাকে, তেমনি থাকে চলমান বছরটির জন্য প্রস্তাবিত আয়ের ও ব্যয়ের হিসাব এবং তাদের সমন্বয়ের প্রস্তাব।

Scanned with CamScanner

প্রশাসকের কাছে বাজেট হল অতীতের কাজের মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া বাজেটে কার্যকরী হতে পারে না। সরকারি বাজেটের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে। অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার। রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ এবং সামাজিক সমন্বয়ের প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটায় বাজেটে। একটি রাষ্ট্রের বাজেট ঐ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা দেয়।

অর্থমন্ত্রক বাজেটে প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করে। বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজন ও প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় করে এই বাজেট প্রস্তাবের খসড়া তৈরি হয়। এই খসড়া মন্ত্রী পরিষদে আলোচিত হয় এবং প্রধান প্রশাসনের অনুমোদন সাপেক্ষে আইনসভায় উপস্থাপিত হয়। বাজেট উপস্থাপনের দিনটিকে 'Budget Day' বলে (ভারতে ফেব্রুয়ারির শেষ দিন)।

বাজেট প্রক্রিয়া

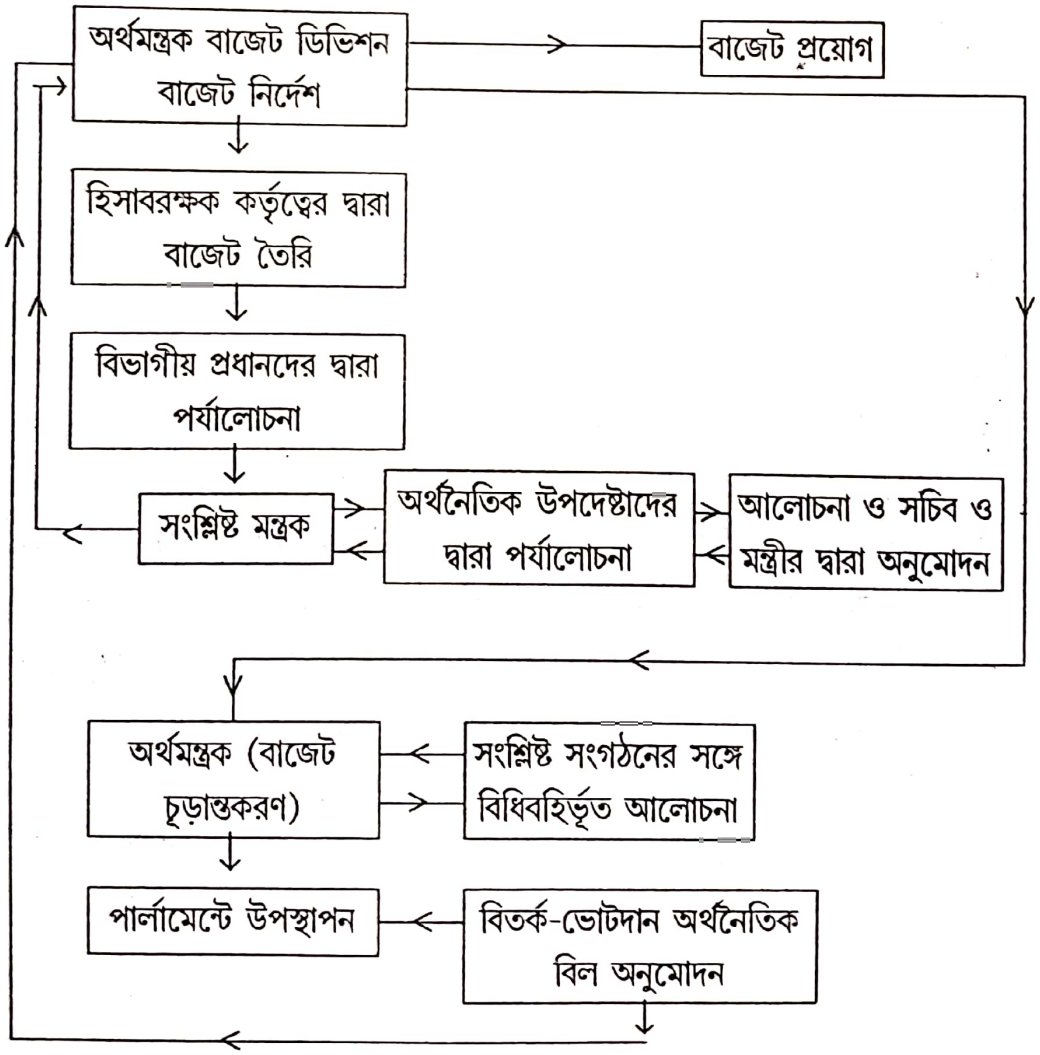

ভারতে বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে প্রথমে রেলমন্ত্রক কর্তৃক বাজেট উপস্থাপিত হয়।

Scanned with CamScanner

বাজেট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি, যা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একান্ত অপরিহার্য। আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ বাজেট হিসেবে পরিচিত। বাজেটকে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন বলেও চিহ্নিত করা হয়। উইলোবির মতে, "The budget thus is something more than a mere estimate of revenues and expenditure. It is or should be, at once a report on estimate, and a proposal." রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব ছাড়াও বাজেটকে একটি প্রতিবেদন ও একটি বিস্তারিত প্রস্তাব বলে উইলোবি উল্লেখ করেছেন।

বাজেটের প্রভাব সর্বাধিক পড়ে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ওপর, যার সামাজিক তাৎপর্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। জনকল্যাণকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে হলে যে অর্থ ও সম্পদের প্রয়োজন হয়, তা সংগ্রহের জন্য মূলত জনগণের ওপরেই সরকারকে নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষ, যেমন আয়কর (কেন্দ্রীয় সরকার), কৃষি আয়কর, বৃত্তিকর (রাজ্য সরকার) ও পরোক্ষকর, বিক্রয়কর (রাজ্য সরকার) সংগ্রহের মাধ্যমে সরকার তার সম্পদ সংগ্রহ করে। সম্ভাব্য আয় ও প্রস্তাবিত ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব লোকসভায় পেশ করা হলে, তাকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা ও বিতর্ক উত্থাপিত হয়, তা জনমত সংগঠনে সহায়তা করে ও শাসক দলের মতাদর্শ, নীতি এবং বিরোধী দলের মতাদর্শ ও নীতি সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করে। বাজেট প্রস্তাবে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, শিক্ষার প্রসার, শিল্পায়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা জনগণের একাংশকে হয়তো নতুন করে অর্থনৈতিক সচলতার আশ্বাস জোগায় অথবা অন্য অংশকে হতাশ করে। আপাতদৃষ্টিতে বাজেট প্রস্তাবে বৈষম্যের কথা না থাকলেও বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতা, বহুজাতিক সংস্থার আগ্রাসন ও অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমীকরণ সরকারকে এমন বাজেট প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করে, যা দেশে ও বিদেশের সম্পদশালী শক্তিকে বিব্রত করবে না। অন্যদিকে বাজেটে পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন, প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা, শিশু ও নারী কল্যাণের বিভিন্ন প্রস্তাবও থাকে, যা সমাজকে প্রগতির পথ দেখায়। সুতরাং সমাজ ও অর্থনীতির ওপর বাজেটের প্রভাব অনস্বীকার্য।

ভারতে দুটি প্রধান ভাগে বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয়—রেল বাজেট ও সাধারণ বাজেট। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিন বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয়ে থাকে, যদি না কোনো বিশেষ কারণে পূর্ণাঙ্গ বাজেটের পরিবর্তে আংশিক ভোট অন অ্যাকাউন্টস-এর মাধ্যমে সাময়িক কাজ চালানোর প্রয়োজন থাকে। ২০০৪ সালে নির্বাচনকে মাথায় রেখে এই ধরনের আংশিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা হয়েছে। বাজেটের বছর বা অর্থনৈতিক বছর বলতে ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়কালকে বোঝায়।

Scanned with CamScanner

১৮৬০ সালে প্রথম ভারতে এই সময়কালকে অর্থনৈতিক বছর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ভারতবর্ষ একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং ভারতীয় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি কৃষির ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। ভারতীয় কৃষির সময়কাল আগস্ট-সেপ্টেম্বর। সুতরাং ফেব্রুয়ারি মাসে বাজেট প্রস্তাব গ্রহণ করলে এস. আর. মাহেশ্বরীর মতে, তা হয় বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন। "The process of budget making begins more than eight or nine months before the commencement of the monsoon and as such it cannot be prepared on the basis of ground-level realities." (*A Dictionary of Public Administration*, p. 65)। উপরন্তু বাজেট কার্যকরী হয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার হাতে টাকা আসতে যে সময় নেয়, তাতে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যায় এবং স্বভাবতই সেই সময়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিল্প-কারখানা গঠন, কোনো বিশেষ ভবন নির্মাণ জাতীয় কাজ শুরু করা যায় না; অতঃপর পরবর্তী বাজেটের আগে পূর্ববর্তী বাজেটের দ্বারা প্রস্তাবিত কাজই শেষ হয় না, ফলে সম্পদের অপচয় হয়, জনমানসে দ্বিধা সৃষ্টি হয় এবং সর্বোপরি প্রচলিত বাজেটের মূল্যায়নের ওপর পরবর্তী বাজেট দাঁড়িয়ে না থাকায় সমস্যার পুনরাবৃত্তি হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাজেট প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ। বাজেট প্রস্তুতিকরণ একটি অত্যন্ত জটিল কাজ, যার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান। পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তাব তৈরির আগে যে পরিমাণ ও যে ধরনের তথ্য ও পরিসংখ্যান আবশ্যক, তার জন্য উচ্চমানের জ্ঞান ও দক্ষতা আবশ্যক। সরকারি ও বেসরকারি উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্র, জাতীয় অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে বাজেটের খসড়া প্রস্তুত করা যায় না। বাজেট যেহেতু সরকারের অর্থনৈতিক নীতি কার্যকর করার একটি বিশেষ মাধ্যম সেহেতু স্বভাবতই জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, বণ্টনের প্রকৃতি, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান প্রভৃতির ওপর বাজেটের প্রভাব স্পষ্ট। ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে জাতীয় অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব পড়ে। সুতরাং বাজেট প্রস্তাব গ্রহণের সময়ে এইসমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়।

বাজেট প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রয়োগের সময়ে কয়েকটি নীতির কথা মনে রাখতে হয় ঃ

(ক) এযাবৎ আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, জাতীয় সমাজ ও অর্থনীতির ওপর বাজেটের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে; অতঃপর বাজেটের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জনগণের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই কারণে বাজেট প্রস্তাব জনগণের কাছে বিশদভাবে প্রচারিত হওয়া দরকার। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী শাসনবিভাগের পক্ষ থেকে আইনসভায় বাজেট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয় এবং ভারতীয়

Scanned with CamScanner

দূরভাষ ও দূরদর্শন সরাসরি বাজেট অধিবেশন সম্প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন করে।

(খ) বাজেটে যত জটিল অঙ্ক ও পরিসংখ্যানই থাকুক না কেন, বাজেট প্রস্তাবকে সরল ও স্পষ্ট আকারে পেশ করা দরকার, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই বাজেট সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে।

(গ) বাজেটে আয়-ব্যয়ের উৎস ও ক্ষেত্রগুলির স্পষ্ট উল্লেখ থাকা আবশ্যক। বাজেটে রাজস্ব খাত ও মূলধনী খাতের স্পষ্ট হিসাব থাকা আবশ্যক। রাজস্ব খাতে যেসব বিষয়ের উল্লেখ থাকে তা নিম্নরূপ—

আয়—কর ও রাজস্ব খাতে নিয়মিত আয়, সরকারি উদ্যোগক্ষেত্র থেকে আয়।

ব্যয়—সরকারের সর্বপ্রকার নিয়মিত প্রশাসনিক ব্যয়, সামাজিক ভোগব্যয়ের পরিমাণ ও ক্ষেত্র, সরকারের নিয়মিত সমস্ত ব্যয়, এমনকি সুদের জন্য ব্যয়, ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য ব্যয় ইত্যাদি।

মূলধনী খাতে যেসব ব্যয়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন তা হল—

আয়—সম্পত্তি, ঋণ, বিনিয়োগ ও অন্যান্য মূলধনী সংগ্রহ থেকে আয়।

ব্যয়—সম্পত্তি সংগঠনে ব্যয়, সামাজিক বিনিয়োগ ব্যয়, মূলধন গঠন খাতে ব্যয় ইত্যাদি।

এছাড়া বাজেটে সাধারণ কর্মপ্রস্তাব, অর্থনৈতিক কর্মপ্রস্তাব, সমষ্টিমূলক কর্মপ্রস্তাব প্রভৃতির স্পষ্ট বিবরণ থাকা প্রয়োজন। বাজেটে কার্যফলের মূল্যায়ন স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

(ঘ) বাজেট সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব, অতঃপর যথাসম্ভব নির্ভুল প্রস্তাবের জন্য সঠিক তথ্য ও তার যুক্তিসিদ্ধ মূল্যায়ন আবশ্যক।

(ঙ) বাজেট যথাসম্ভব ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া দরকার। **উদ্বৃত্ত বাজেট,** অর্থাৎ যেখানে প্রস্তাবিত আয় প্রস্তাবিত ব্যয় অপেক্ষা বেশি, অথবা **ঘাটতি বাজেট,** যেখানে প্রস্তাবিত ব্যয় প্রস্তাবিত আয় অপেক্ষা বেশি, সুস্থ অর্থনীতির লক্ষণ নয়। প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকলে তাকে **ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট** বলা হয়। এযাবৎ অর্থনীতিবিদগণ, বিশেষত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশেষজ্ঞগণ মনে করেছেন যে, অতিরিক্ত আয় ব্যক্তির সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস করে ও বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করে; উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেলে উৎপাদন হ্রাস পাবে, বেকারত্ব বাড়বে, মোট জাতীয় আয় ও মোট জাতীয় উৎপাদন প্রভাবিত হবে এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। অন্যদিকে অতিরিক্ত ব্যয় অর্থনৈতিক সংকট তীব্র করে তোলে। ভোগব্যয় বৃদ্ধির জন্য টাকা ছাপানোর প্রবণতা বাড়তে পারে এবং সেক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক মানে টাকার মূল্য হ্রাস পায় ও মুদ্রাস্ফীতি তীব্র হয়। বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে ব্যয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে, তবে সুদের বোঝা যাতে অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ রেখে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। যদি করের মাধ্যমে আয় বাড়িয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা হয়, তাহলে প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ বাড়লেও দীর্ঘমেয়াদি সূত্রে সঞ্চয়ের ওপর প্রভাব পড়তে পারে, যা বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। এইভাবে বিনিয়োগ বাড়িয়ে যদি মূলধন গঠন করার চেষ্টা হয় বা মূলধনী খাতে ব্যয় করা হয়, তাহলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ক্রমে কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু যদি ভোগব্যয় বাড়ানো হয়, বা প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়, বেতন, ভাতা প্রভৃতি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে অর্থনীতির সংকট অনিবার্য। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে এই ধরনের ভোগব্যয় বাড়তে পারে, অন্যথায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার কম হতে বাধ্য। যান্ত্রিক নিয়মে ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট সম্ভব নয়, তবে উপরিউক্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখে বাজেটে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতির কথা ভাবতে হবে। কেইন্‌সের মতে, এমনভাবে কর আরোপ করা উচিত যাতে যারা বেশি ভোগব্যয় করে, তাদের হাতে অর্থ বেশি থাকে। তাঁর মতে, বাজেটের উদ্দেশ্য হবে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। সংকটের সময় ঘাটতি বাজেট ও সমৃদ্ধির সময়ে উদ্বৃত্ত বাজেট কাম্য বলে কেইন্‌স মনে করেছেন। লার্নার বলেছেন যে, বাজেটের উদ্দেশ্য হবে পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। লর্ড বিভারিজের মতে, বাজেট কল্যাণকামী উদ্দেশ্যে প্রণীত হবে, অতঃপর সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে।

(চ) বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় অনুমোদনের পরেই কার্যকর হতে পারে। সরকারের রেলমন্ত্রক রেল বাজেট প্রস্তুত ও পেশ করে এবং অর্থমন্ত্রক বাজেটের খসড়া প্রস্তুত করে, ক্যাবিনেটে অনুমোদনের পরে তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয় এবং তাঁর সম্মতিক্রমে বাজেট লোকসভায় পেশ করা হয়ে থাকে। লোকসভায় দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পরে প্রয়োজনীয় সংশোধন সহকারে বাজেট কার্যকর হয়। বাজেট আলোচনার সময়ে যে বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বাঁধে, তা হল, বাজেটে ক্রয়শক্তি বৃদ্ধির ইঙ্গিত আছে কিনা, সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে কিনা, মূলধন গঠন হতে পারে কিনা, মূলধনী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে কিনা, আয়-বৈষম্য বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে কিনা বা কর কাঠামো ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উপযুক্ত কিনা। প্রতিটি বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে আইনসভায় আলোচনা হয় এবং এই আলোচনার সময়ে পূর্ববর্তী বছরের ব্যয় বরাদ্দের মূল্যায়নও গুরুত্ব পায়। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বাজেট প্রস্তাব সহজেই

Scanned with CamScanner

অনুমোদিত হয়, তথাপি বিরোধী দলের আলোচনার মাধ্যমে জনমত সংগঠনের সম্ভাবনা থাকে বলে সরকারি আয়-ব্যয়ের ওপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

৭.৮.১ ভোট অন অ্যাকাউন্ট

অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো ভারতেরও একটি বাৎসরিক বাজেট চক্র আছে, যা ১ এপ্রিল থেকে পরের বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়কলের জন্য কার্যকরী হয়। ভারতের মতো বৃহৎ জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে বাজেট প্রস্তুতির কাজ চলতি অর্থনৈতিক বছর শেষের ছয়-সাত মাস আগে থেকেই শুরু হয়। যে প্রক্রিয়াটি পূর্বেই চিত্রিত হয়েছে, তা স্পষ্ট করে যে সমস্ত প্রক্রিয়াটির সঞ্চালন যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। এই ব্যবস্থার দুটি সীমাবদ্ধতা আছে—প্রথমত, বাজেট বৎসরের জন্য অনুমান পূর্বাহ্নেই করার ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাহিদার সঙ্গে তার ভিন্নতা দেখা দিতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, বাজেট সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনায় কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে পারে। শাসনবিভাগের কর্মসম্পাদন যাতে এই সমস্যাকে অতিক্রম করে ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে, সেজন্য অর্থনৈতিক বছরের মধ্যবর্তী সময়েও মূল বাজেটের সম্পূরক প্রস্তাব গ্রহণ করা হতে পারে ; একে ভোট অন অ্যাকাউন্ট বলে। আকস্মিকভাবে চলতি আর্থিক বছর শেষের আগেই যদি সরকারের পতন হয়, তাহলে অবশিষ্ট সময়ের জন্য তদারকি সরকার বা নবনির্বাচিত সরকার ভোট অন অ্যাকাউন্টের সাহায্য নিতে পারে।

৭.৮.২ ঘাটতি বাজেট

সরকারের জরুরি কিছু প্রয়োজন পূরণের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রস্তাব বাজেটে থাকতে পারে। ব্যয়ের প্রস্তাব আয়ের সম্ভাবনা থেকে অধিক হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলা হয়। খরচ যদি ১০০ কোটি হয়, আয় (রাজস্ব, কর, শুল্ক, ডিভিডেন্ড ইত্যাদি) যদি ৮০ কোটি হয়, তাহলে ঘাটতির পরিমাণ ২০ কোটি যা ঘাটতি বাজেটে হিসেব উপস্থাপিত হয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও সম্ভাব্য অতিরিক্ত আয়সূত্রগুলো নিয়ে পার্লামেন্টের বাজেট বিতর্কে দীর্ঘ আলোচনা চলে। অনেক সময়ে টাকা ছাপিয়ে এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা হয়, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল মুদ্রাস্ফীতি। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ওপরেও জোর দেওয়া হয়। এছাড়া বিদেশ থেক ঋণ নেওয়া হয়ে থাকে।

উন্নয়নশীল দেশে সরকারকে সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াতেও শামিল হতে হয়। তাছাড়া কৃষি, দুর্বল ও ছোটো শিল্প, পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারকে ভরতুকি

Scanned with CamScanner

দিয়েও চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো আকস্মিক সমস্যায় সরকারকে ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হয়, যার ফলে অতিরিক্ত ব্যয় হয়। অপরিকল্পিত খাতেও সরকার অনেক সময়ে ব্যয় করতে বাধ্য থাকে। ঋণ শোধের অস্বাভাবিক চাপ ঘাটতি বৃদ্ধি করে ; এই সকল বিষয়ের প্রভাব বাজেটের ওপর পড়ে, যা ঘাটতি বাজেট হিসেবে গণ্য হয়। ঘাটতি বাজেট একটি ক্রমপুঞ্জিত (cumulative) প্রক্রিয়া।

৭.৮.৩ ঘাটতি বাজেটের প্রভাব

১. বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ;
২. সরকারের সুদের বোঝা বৃদ্ধি ;
৩. মুদ্রাস্ফীতি ;
৪. বিনিয়োগের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ;
৫. অপরিকল্পিত খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ;
৬. সরকারের ঋণের দায় বৃদ্ধি।

৭.৮.৪ আর্থিক ঘাটতি (Fiscal Deficit)

আর্থিক ঘাটতি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যথেষ্ট বিপদগ্রস্ত করতে পারে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে অসঙ্গতি যত বৃহৎ, ততই সরকারকে অতিরিক্ত আয়ের উৎস সন্ধানে বিব্রত হতে হয়। বিদেশি ঋণের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা অনেক সময়ে সরকারি নীতি গ্রহণের সার্বভৌমিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে থাকে।

(FD) Fiscal Deficit = Budgetary Deficit – Government market borrowing + liabilities

FD = Revenue Receipt + Capital Receipt – Total Expenditure

Revenue Deficit বা রাজস্ব ঘাটতি অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু এর প্রভাব মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ওপর মারাত্মক।

RD = Revenue Expenditure – Revenue Receipt

RD = (Tax + Non-tax receipt) – (Planned + Non-planned Expenditure)

Budgetary Deficit বা বাজেট ঘাটতির প্রভাব সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, যা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

BD = Total Expenditure – Total Receipts.

সরকার এখন Ways and Means Advance অর্থাৎ WMA প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর মোকাবিলায় চেষ্টা করছে। বিভিন্ন খাতে ভরতুকি হ্রাস এবং মুনাফাদায়ী কাজে সরকারের অধিকতর অংশগ্রহণ এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।

Scanned with CamScanner

Programme and Performance Budgeting System

PPBS

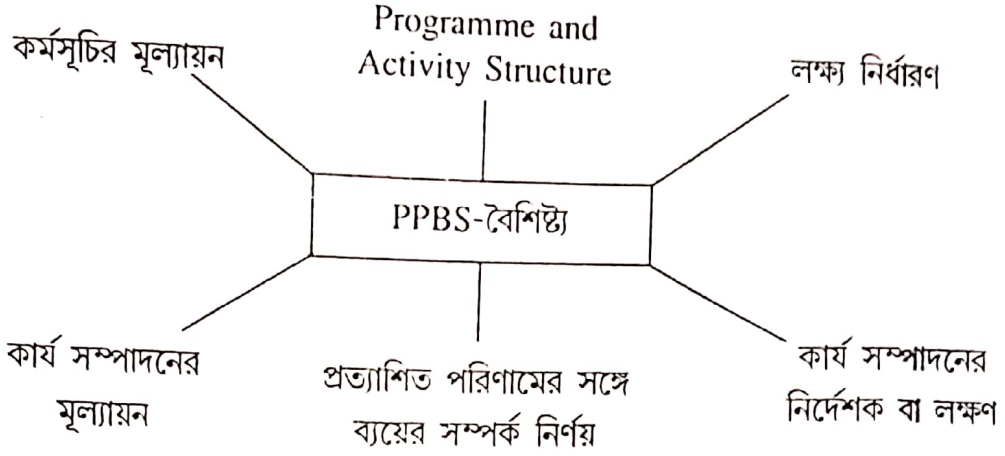

Schick (1966) (PPBS)-কে সাবেক বাজেট ব্যবস্থার থেকে পৃথক করে উল্লেখ করেছেন যে, এটি ভবিষ্যৎ অভিমুখী। এই বাজেটের তিনটি মুখ্য উপাদান আছে পরিকল্পনা, কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাজেট প্রস্তুত। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় (বিশেষত উন্নত দেশে) এই বাজেট ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করা হয়, যার ভিত্তিতে লক্ষ্য ও প্রস্তাবিত ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় আনার চেষ্টা করা হয়। এই বাজেটের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলি হল—

১. প্রত্যেক কর্মসূচি ও কাজের সঙ্গে বস্তু সম্পদ ও অর্থসম্পদের সম্পর্ক নির্ধারণ ;
২. সরকারের সকল বিভাগে উন্নত মানের বাজেট প্রস্তুতি, পর্যায়ক্রমিক পুনর্নিরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;
৩. আইনসভা কর্তৃক উন্নত মানের পর্যালোচনা ও যথার্থ মূল্যায়ন ;
৪. কার্যসম্পাদনের আরো কার্যকরী হিসাবপরীক্ষা ;
৫. বাৎসরিক বাজেট এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে মেল বন্ধন তৈরি।

The PPBS Framework

কৌশলগত পরিকল্পনা	চাহিদা ও কর্মসূচি নির্ধারণ এবং কাজ চিহ্নিতকরণ ↓
বাজেট নির্ধারণ	লক্ষ্য, কর্মসূচির পূর্বাপর প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় এবং কৌশল নির্ধারণ ↓ উপাদান চিহ্নিতকরণ ↓
তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ	পরিণামের স্তর নির্ধারণ ↓ কার্যসম্পাদনের গণনা ও মূল্যায়ন

Scanned with CamScanner